ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার কাজ

মৃণাল কান্তি রায় দীপ

আমাদের অনেকের কাছে পরিচিত হলেও কেউ কেউ মনে করেন এটি হয়তো প্রোগ্রামিং বা ডিজাইনিংসংশ্লিষ্ট কাজ। ফ্রিল্যান্সিং শব্দটি হয়তো কিছুটা সত্যি, কারণ এখন পর্যন্ত আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকেরাই ফ্রিল্যান্সিং জগতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে টেকি ফ্রিল্যান্সারেরা। তবে আইটি ছাড়া আরেকটি কাজের জগৎ আছে, যার চাহিদা অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলোতে অনেক। আর সেটি হলো ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা।

দুই পর্বের ধারাবাহিক লেখায় প্রথম পর্বে 'ইল্যান্স' মার্কেটপ্লেসে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার ফ্রিল্যান্স কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আগামী পর্বে আলোচনা করা হবে 'ওডেস্ক' মার্কেটপ্লেস নিয়ে। এ পর্বের লেখাটিতে ইল্যান্সে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার কাজের চাহিদা, কিভাবে কাজ পাওয়া যায় এবং অন্যান্য টিপ নিয়ে লিখেছেন ইল্যান্স বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সাইদুর মামুন খান।

ইল্যান্সে ব্যবসায় সম্পর্কিত কি কি পাওয়া যায়?

এই ক্যাটাগরিতে প্রধানত দু'টি বিভাগ রয়েছে– মার্কেটিং ও কনসাল্টিং। কনসাল্টিং বিষয়ক কাজগুলোর মাঝে সবচেয়ে বেশি চাহিদা অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং, ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ইত্যাদি। আর মার্কেটিং বিষয়ক কাজগুলোর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ই-মেইল মার্কেটিং, মার্কেটিং এবং বিজনেস প্ল্যান তৈরি ইত্যাদি। এর মাঝে আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যেকোনোটি বেছে নিতে পারেন। যেমন আপনার যদি বিবিএ অথবা অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, আপনি কুইক-বুক বা অন্য ভালো একটি অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রাম শিখে নিয়ে সহজেই শুরু করে দিতে পারেন অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস দেয়া। আপনার যদি ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরির অভিজ্ঞতা থাকে (যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় বিভাগে দ্বিতীয়-তৃতীয় বর্ষেই শেখানো হয়), তাহলে শুরু করে দিতে পারেন বাইরের বিভিন্ন কোম্পানির জন্য বিজনেস প্ল্যান তৈরি করা।

যেমন কানাডার একটি কোম্পানির লোন দরকার এবং তার জন্য ব্যাংকে বিজনেস প্ল্যান জমা দিতে হবে। এই কাজ কানাডায় করতে গেলে হাজার হাজার ডলার খরচ হবে। যেহেতু কোম্পানি নতুন, তাই অনেকেই কাজটি স্বল্পমূল্যে বাইরের কোনো দেশ থেকে করিয়ে নিতে চায়। তখনই কাজগুলো আসে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে। যদি দক্ষতা থাকে, তাহলে আপনিও পেয়ে যেতে পারেন এমনি একটি কাজ। ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে এভাবেই কিন্তু অনেকে ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজ করে থাকেন। শুধু যে বিজনেস প্ল্যান, তা কিন্তু নয়। এভাবে পেতে পারেন ফেসবুক মার্কেটিংয়ের কাজ, ই-মেইল মার্কেটিংয়ের কাজ ইত্যাদি।

এ ধরনের কাজে আয় কেমন হতে পারে?

মার্কেটপ্লেস ইল্যান্সে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঘণ্টাপ্রতি আয় হয় ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে। ইল্যান্সে বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারদের ঘণ্টাপ্রতি গড় আয় যেখানে ৮ ডলার, যেখানে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের ফ্রিল্যান্সাররা ঘণ্টাপ্রতি আয় করছেন প্রায় ১৯ ডলার। অপরদিকে মার্কেটিং নিয়ে যারা কাজ করছেন, তাদের ঘণ্টাপ্রতি গড় আয় প্রায় ৯ ডলার। শুধু সেলস এবং মার্কেটিং নিয়ে কাজ করেন, এমন এক ফ্রিল্যান্সার শুধু ২০১২ সালেই আয় করেছেন ১৮,২০০ ডলার। অপরদিকে ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করেন এমন এক ফ্রিল্যান্সার ২০১২ সালে আয় করেছেন ৬,০০০ ডলার। শুধু সেলস এবং মার্কেটিং বিভাগেই বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারেরা সবাই মিলে ২০১২ সালে আয় করেছেন প্রায় ১,৮৫,০০০ ডলার।

সাইদুর মামুন খান

কাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন ধরনের কাজ?

ব্যবসায় শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা আছে, অথবা বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনা করছেন, এমন ফ্রিল্যান্সারেরা হতে পারেন ব্যবসায় বিভাগের কাজগুলোর জন্য আদর্শ। এর মূল কারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যা যা শেখানো হয়, সেগুলোই কিন্তু অনলাইন মার্কেটপ্লেসে করা যায়। যেমন মার্কেট রিসার্চ করে মার্কেটিং প্ল্যান তৈরি করা, বিজনেস প্ল্যান তৈরি করা, অ্যাকাউন্টিংয়ের বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা, বিজনেস মিটিংয়ের জন্য প্রেজেন্টেশন তৈরি করে দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট দক্ষ। ইংরেজিতে যোগাযোগের দক্ষতাও এদের কম নয়। এই দক্ষতা যদি এরা অনলাইন মার্কেটপ্লেসে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি পথ তৈরি তো হবেই, তার সাথে হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক কোম্পানি অথবা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা।

শুধু উপার্জনটাই নয়, এর ফল অনেক সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যেমন আমাদের দেশের বাণিজ্য বিভাগের অনেক শিক্ষার্থী দেখা যায় পড়াশোনা শেষে ভালো একটি চাকরি খুঁজে পায় না, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেশি। সে ক্ষেত্রে এরা যদি পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে অন্তত ১০-১৫ ঘণ্টা ফ্রিল্যান্সে কাজ করে, তাহলে স্নাতক শেষ করতে করতে তাদের হয়ে যাবে ১-২ বছরের আন্তর্জাতিক মানের কাজ করার অভিজ্ঞতা, যা কারও ক্যারিয়ারে হতে পারে দারুণ একটি সংযোজন। আর যারা চাকরি না করে নিজেই কিছু করতে চায়, তাদের এই ১-২ বছরে যথেষ্ট মূলধন জমে যেতে পারে, যা দিয়ে তারা পরে নিজেরা কিছু দাঁড় করাতে পারবে, হতে পারে সেটা তার সব ক্লায়েন্ট নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

কিভাবে আপনিও ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজগুলো করতে পারেন?

প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিন, আপনি কোন কাজটি ভালো পারেন। কী ধরনের সার্ভিস আপনি অনলাইনে দেবেন, তা আগে থেকেই ঠিক করে নিন। আপনার দক্ষতা যদি হয় যোগাযোগ ও বিপণনে, তাহলে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং শিখে নিতে পারেন। যদি আপনার মার্কেট রিসার্চ করে বিজনেস প্ল্যান বা মার্কেটিং প্ল্যান তৈরি করার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে সেই কাজগুলোই আপনি ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আপনাকে তেমন কোনো কোর্স করতে হবে না, তবে চাইলে 'বিজনেস প্ল্যান প্রো' নামের সফটওয়্যারটি শিখে নিতে পারেন। এতে বিজনেস প্ল্যান তৈরি আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। যদি অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কিত কাজ পেতে চান, তাহলে 'কুইক-বুক' সফটওয়্যারটি শেখা আপনার জন্য খুবই সহায়ক হবে, কেননা ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে 'কুইক-বুক' জানা অ্যাকাউন্ট্যান্টদের অনেক চাহিদা রয়েছে।

তবে সবকিছুর ওপরে দরকার ভালো ইংরেজি জ্ঞান। কারণ আপনি যখন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করবেন, আপনার এবং আপনার ক্লায়েন্টের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কিন্তু ইংরেজি ভাষা। সে কারণে ভালো কাজ পেতে এবং ক্লায়েন্টকে ভালোভাবে কাজ বুঝিয়ে দিতে ইংরেজি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

কোথা থেকে শুরু করবেন?

অনলাইনে ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজ পেতে ঘুরে আসতে পারেন বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত মার্কেটপ্লেসে, যেমন আমাদের ইল্যান্স মার্কেটপ্লেসটিতে রয়েছে (www.elance.com)। ▸

(বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়)

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে ব্যবসায়

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের মার্কেটপ্লেসে প্রতিদিন প্রচুর ব্যবসায় ও বিপণন সম্পর্কিত কাজ পোস্ট হয়ে থাকে। ইল্যান্সে প্রতিদিন গড়ে বিপণন বিষয়ক কাজ পোস্ট হয় প্রায় ১০০টি এবং ব্যবসায় বিষয়ক কাজ পোস্ট হয় গড়ে ১৫-২০টি। কাজ শুরু করতে প্রথমেই আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো www.elance.com-এ গিয়ে একটি ফ্রি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে এবং প্রোফাইলটি আপনার নাম, ছবি, পড়াশোনা এবং কাজের অভিজ্ঞতার তথ্য ইত্যাদি দিয়ে পূরণ করতে হবে। প্রোফাইল তৈরি হয়ে গেলে ওয়েবসাইটটির 'ফাইন্ড ওয়ার্ক' সেকশনে গেলেই দেখতে পাবেন প্রচুর জব লিস্ট করা আছে। সেখান থেকেই ব্যবসায় সম্পর্কিত জবগুলোতে অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিতে পারবেন। অ্যাপ্লাই করার আগে অবশ্যই জবের বর্ণনা ভালোমতো পড়ে নেবেন এবং পড়ার পর যদি মনে হয় কাজটি আপনি পারবেন, তবেই অ্যাপ্লাই করবেন। আর অ্যাপ্লাই করার সময় খেয়াল রাখবেন আপনার প্রপোজাল (কভার লেটার) যদি প্রফেশনাল হয়, যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ক্লায়েন্টের পছন্দ হয়, তাহলে আপনাকে সে কাজে সেই কাজটির জন্য হায়ার করে নেবে এবং এভাবেই শুরু হয়ে যাবে আপনার ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার।

সবার শেষে আবারও বলছি, ফ্রিল্যান্সিং যে শুধু প্রোগ্রামার বা ডিজাইনারদের জন্য, তা নয়। যদি দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস থাকে, তাহলে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থী এবং পেশাজীবীরাও অনলাইনে তৈরি করে নিতে পারেন দারুণ একটি ক্যারিয়ার। খেয়াল রাখবেন, চাকরি থেকে কিন্তু চাইলে একজন কর্মীকে বাদ দিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু আপনার ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার থেকে কিন্তু আপনাকে কেউ বাদ দিতে পারবে না। তাই একবার শুরু করে দিলে এই ক্যারিয়ার সারাজীবন উপার্জনের একটি পথ হয়ে থাকবে। এমনি যদি কোনো কারণে দেশের বাইরে যেতে হয় অথবা শহর পরিবর্তন করতে হয়, তাও আপনাকে আপনার পেশা বা কাজ ছাড়তে হবে না। তাই আজ থেকেই নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারেন আধুনিক যুগে কাজ করার এই নতুন ধরনের পেশায় এবং নিজের কাজের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে যেতে পারেন এক নতুন উচ্চতায় কজ

ফিডব্যাক : mkrdip@yahoo.com